দৈনিক ইত্তেফাক

২০

তারিখ ··· 14 DEC 1998 ··· ···
পৃষ্ঠা · ৬ · কলাম ··৩·····

সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে নিয়োগ প্রসঙ্গে

সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে সি-ইন-এড পাস প্রার্থীদেরকে অগ্রাধিকার দানের জন্য আবেদন জানাইতেছি। বর্তমানে সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে মহিলাদের ক্ষেত্রে, এস,এস,সি. দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণদের চাকুরী প্রদানের নিয়ম বহাল আছে। কিন্তু নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের পর স্নাতক/স্নাতকোত্তর পাস অনেক মহিলা প্রার্থীও আবেদন করিয়া থাকেন। ফলে শিক্ষক নিয়োগের লিখিত পরীক্ষায় এস,এস,সি পাস প্রার্থিগণের পক্ষে উক্ত স্নাতক বা স্নাতকোত্তর পাস প্রার্থিনীদের চেয়ে বেশী বা সমান নম্বর পাওয়া সম্ভব হয় না। ফলে সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে এস.এস.সি দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ অনেক মহিলা প্রার্থী চাকুরী পাওয়া হইতে বঞ্চিত হয়। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, আমি এসএসসি ও সি-ইন-এড দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ একজন প্রার্থিনী। সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে চাকুরী পাওয়ার আশায় ১৯৯০, ১৯৯৫ ও ১৯৯৭ সনে নিয়োগ পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করিয়া ও অদ্যাবধি চাকুরী পাই নাই। মহিলাদের ক্ষেত্রে এসএসসি দ্বিতীয় বিভাগের পাশাপাশি সি-ইন-এড প্রাপ্তদের অগ্রাধিকার প্রদানের নিয়ম করিলে আমি এবং আমার মত অনেক মহিলা প্রার্থী চাকুরী লাভে সমর্থ হইত বলিয়া মনে করি। বিষয়টির প্রতি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় শিক্ষামন্ত্রীসহ সংশ্লিষ্ট উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সুদৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

গীতা রানী সূত্রধর,
গ্রামঃ রূপশংকর, ডাকঘরঃ মিরপুর বাজার,
জেলাঃ হবিগঞ্জ।